চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য হল টেকসই মাত্রার (sustainable level) বাজেট ঘাটতির পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও তা সুষ্ঠুখাতে ব্যবহার এবং অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারি ব্যয় এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনয়নের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সরকারের রাজস্ব নীতি নির্ধারণে এসব সংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

দেশের অর্থনীতির উপর সরকারের সম্পদ সমাবেশ ও ব্যয় কার্যক্রমের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ফলে সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়া, আহরিত সম্পদের তুলনায় তা ব্যয়ের মাত্রা অধিক হলে এর বিরূপ প্রভাব সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতের উপর পড়ে। এ কারণে, সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

সরকারি আয়

কর রাজস্ব সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। সরকারের মোট আয়ের ৮০ শতাংশই কর রাজস্ব হতে সংগৃহীত। বিগত দশকের অর্থবছরসমূহের কর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব এবং রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.১ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.১ঃ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
মোট রাজস্ব	১৫০০৮	১৫৩৩৩	১৭৩৮৫	১৯০২০	১৯৭৬৭	২০০৭৪	২৪৩৪২	২৭৮৯৩	৩১১২০	৩৫৪০০	৪১৩০০
কর রাজস্ব	১২০৫৪	১২১২৪	১৪২৬১	১৫৩৯০	১৬১৬৭	১৬০৭৯	১৯৭৭৮	২১৩৩২	২৪৯৫০	২৮৩০০	৩৩৬৪০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২৯৫৪	৩২০৯	৩১২৪	৩৬৩০	৩৬০০	৩৯৯৫	৪৫৬৪	৬৫৬১	৬১৭০	৭১০০	৭৬৬০
স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হার হিসাবে											
মোট রাজস্ব	৯.৮৪	৯.২২	৯.৬২	৯.৫০	৯.০০	৮.৪৭	৯.৬০	১০.২১	১০.৩৫	১০.৬৩	১১.২১
কর রাজস্ব	৭.৯০	৭.২৯	৭.৮৯	৭.৬৯	৭.৩৬	৬.৭৮	৭.৮০	৭.৮১	৮.৩০	৮.৫০	৯.১৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৯৪	১.৯৩	১.৭৩	১.৮১	১.৬৪	১.৬৯	১.৮০	২.৪০	২.০৫	২.১৩	২.০৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিবিএস। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। ২০০৪-০৫ -এর তথ্য মূল বাজেট ভিত্তিক।

রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০০২-০৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকৃত রাজস্ব আদায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম ছিল। ২০০১-০২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৮৪৫৬ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৭৮৯৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কম। ২০০২-০৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৩০৮৪ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩১১২০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ কম। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৬১৭১ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৫৪০০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কম। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের আদায়ের মূল

বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ৪১৩০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে ২৫৩২১[১] কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি । লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ অর্থবছরে আদায় কিছুটা কম হলেও তার দ্বারা সরকারের ব্যয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়নি। মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত যেখানে ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ছিল ৯.১৩ শতাংশ, ২০০১-০২ অর্থবছরে তা কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.২১ শতাংশে। ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ অনুপাত দাড়াঁয় যথাক্রমে ১০.৩৫ ও ১০.৬৩ শতাংশে । ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ অনুপাত ১১.২১ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত স্বল্পমাত্রায় হলেও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর ব্যবস্থাপনা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর বাংলাদেশের কর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত। দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষিখাতকে অধিকতর গতিশীল করা, বাস্তবমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বক্স ৪.১ঃ ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে কৃষি ভিত্তিক শিল্পকে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত করমুক্ত করা হয়েছে;
- ব্যক্তিশ্রেণীর ও করপোরেট করদাতাদের আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে কর ফাঁকি রোধের লক্ষ্যে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সংক্রান্ত আইন সুসংহত করা হয়েছে;
- সকল টিআইএনধারীর সকল করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- ব্যক্তিকরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সকল প্রকার রিটার্নের সাথে জীবন-যাত্রার তথ্যের ছক সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- আয়কর রিটার্ন দাখিল না করার জন্য জরিমানা আরোপের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধার জন্য নিবাসী ও সকল করদাতার পেনশন আয় করমুক্ত করা হয়েছে;
- ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য হ্রাসকৃত শতকরা পনের ভাগ আয়কর প্রদানের সুবিধা দেয়া হয়েছে।

বক্স ৪.২ঃ ২০০৪-০৫ অর্থবছরে পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

[১] কর-রাজস্বের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এনবিআর বহির্ভূত কর ও নন-ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বাজেটিং ইনফরমেশন সিস্টেম হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

শুল্কঃ

- বিগত ২০০৩-০৪ অর্থবছরের চারটি শুল্ক স্তর যথা ৭.৫%, ১৫%, ২২.৫% এবং ৩০%, কে কমিয়ে তিনটি শুল্ক স্তর যথা- ৭.৫%, ১৫% ও ২৫% করা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্কহার ৩০% হতে কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে;
- বিগত অর্থবছরের সম্পূরক শুল্কের ৮টি স্তরকে কমিয়ে ৬টি স্তর করা হয়েছে। ৮টি স্তর হচ্ছে ১০%, ১৫%,২৫%, ৩০%, ৪০%, ৫০%, ৬০% এবং ৭৫%, যা কমিয়ে বর্তমানে ১৫%, ২৫%, ৩০%, ৩৫%, ৬০% ও ৯০% করা হয়েছে;
- সকল প্রকার জ্বালানি তেলের উপর থেকে অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেরোসিনের উপর ২৫% সম্পূরক শুল্ক কমিয়ে ১৫% করা হয়েছে। এর ফলে অপরিশোধিত তেল, কেরোসিন ও অন্যান্য জ্বালানি তেলের মোট করভার যথাক্রমে ৯%, ২৫% ও ১০% হ্রাস পেয়েছে;
- চিনির সম্পূরক শুল্ক ৩০% থেকে কমিয়ে ১৫% করা হয়েছে;
- মোবাইল ফোনের প্রতি সেটের জন্য মূল্যভেদে ৩০০০/- টাকা ও ৪০০০/- টাকা কমিয়ে মূল্য নির্বিশেষে প্রতি সেটের জন্য ১৫০০/- টাকা শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, টেক্সটাইল শিল্প ও পোলট্রি শিল্পের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক, মূসক ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। টেক্সটাইল শিল্পের রং রসায়ন জাতীয় পণ্যের আমাদনি শুল্ক কমিয়ে ৭.৫% করা হয়েছে;
- দেশে উন্নততর চিকিৎসা সেবার সুবিধা বৃদ্ধিতে Referral Hospital -এর জন্য আবশ্যক চিকিৎসা ও হাসপাতালের সরঞ্জামের আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করা হয়েছে;
- কতিপয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধের আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার করা হয়েছে;
- কৃষিকাজে অত্যাবশ্যক কতিপয় রাসায়নিক সারের শুল্ক-কর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মূসকঃ

১. অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইনের আওতায় নতুন পণ্য ও সেবা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করা (মূসক) এর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে;

২. বিভিন্ন শিল্প ও সেবা খাতকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

৩. কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে The Excises And Salt Act, 1944 এবং Excises And Salt Rules, 1944 বহাল রেখে Act এর প্রথম তফসিলের Part-I বাতিলপূর্বক আবগারি পণ্যসমূহকে (করভার অপরিবর্তিত রেখে) মূসক এর আওতায় আনা হয়েছে। অপরদিকে ব্যাংক এ্যাকাউন্টের বিপরীতে প্রযোজ্য আবগারি করের ধরণগত ভিন্নতার কারণে এ খাতকে আপাততঃ আবগারি করের আওতায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রথম তফসিলের Part-I বহাল রাখা হয়েছে এবং এয়ারলাইন টিকেট ট্যাক্স-কে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

৪. মূসক আইন ও বিধিতে বেশ কিছু অস্পষ্টতা দূর করে মূসক আহরণ ও প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে মূসক আইন ও বিধিমালায় বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে;

৫. ব্যবসায়ি পর্যায়ের মূসক আহরণ ও প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে, যেমনঃ

   ক. খুচরা পর্যায় পর্যন্ত মূসক ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে মূসক প্রদানকে সহজ করার লক্ষ্যে স্ব-ঘোষণা এবং সেই মোতাবেক বার্ষিক ভিত্তিতে মূসক প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

   খ. এছাড়া বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়িদের নিকট হতে ব্যবসায়ি পর্যায়ের মূসক আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসায়ি চেম্বার/সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূসক ধার্যকরণ ও আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

   গ. বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের নিকট হতে ব্যবসায়ি পর্যায়ের মূসক আমদানি শুল্ক স্টেশনে অগ্রিম আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এতে বাজারে অসম প্রতিযোগিতা দূর হয়েছে;

৬. বৃহৎ করদাতা শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর প্রদানে হয়রানি দূর, করদাতাদের উন্নততর সেবা প্রদান এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান এবং অডিট করার লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায়ও একটি বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিশনারেট হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৭. ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের উপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। ফলে এ খাতে এ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭৩ কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে;

৮. কোমল পানীয়, মিনারেল ওয়াটার এবং টয়লেট সাবানের রাজস্ব ফাঁকি বন্ধের লক্ষ্যে এই তিনটি পণ্যের উপর মূসক ব্যান্ডরোল এবং স্ট্যাম্প প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে এ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে এ তিনটি খাতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ৯২%, ৭৯% ও ৬% প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়।

৯. Agro-based product এর ক্ষেত্রে করভার হ্রাসের লক্ষ্যে ফ্রুট পাল্প, গুড়া মসলা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে Ferro-Manganese ও Silico-Manganese, Ferro-silicon ইত্যাদি পণ্যসমূহের ট্যারিফ মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর । এরপর রয়েছে যথাক্রমে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আয় কর, অন্যান্য কর এবং আবগারি শুল্কের অবস্থান। সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের ধারা থেকে স্পষ্ট যে, রাজস্ব সংগ্রহে মূল্য সংযোজন করের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০২-০৩ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন মোট কর-রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৩৭৭০.৪২ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এ আদায় ৩৫৬৩.২১ কোটি টাকা বা ১৭.৬৩ শতাংশ বেশি। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন মোট কর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৬১৯২.৯০ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় এ আদায় ২৫৪১.৮৪ কোটি টাকা বা ১০.৭৫ শতাংশ বেশি। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রথম ১০ (দশ) মাসে (এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত) আদায় হয়েছে ২৩০৪৭.৮১ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের (২০০৩-০৪) একই সময়ের তুলনায় ২৬৬১.১৭ কোটি টাকা বা ১৩.০৫ শতাংশ বেশি। নিম্নে ২০০৩ হতে ২০০৫ -এর মার্চ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণী তুলে ধরা হ'লঃ লেখচিত্র ৪.১ খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায়

সারণি- ৪.২ঃ খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	আদায় এপ্রিল, ২০০৩ পর্যন্ত	আদায় এপ্রিল, ২০০৪ পর্যন্ত	আদায় এপ্রিল, ০৫ পর্যন্ত
আমদানি শুল্ক	৫৪৫৪.৫৪	৫৭২১.৩৯	৬৩১২.৪৭
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	৩৩৫৭.৮০	৩৫৬৬.৪৯	৪২১৪.০৪
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	১০৫৮.৮৫	১৪৩১.৮৬	১৪৩৭.২১
মোট	**৯৮৭১.১৯**	**১০৭১৯.৭৪**	**১১৯৬৩.৭২**
আবগারী শুল্ক	২৮১.৭০	১৫৫	১৪১.০২
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	২৭৯৬.১২	৩২৯২.৪৪	৩৯৬৩.৬৯
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	২৫১৯.১২	২৮৮১	৩০২৮.২২
মোট	**৫৫৯৬.৯৪**	**৬৩২৮.৪৪**	**৭১৩২.৯৩**
আয়কর	২৯৭৭.১৫	৩১০০.৬২	৩৭৬৫.০২
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১৮৪.৫৬	২৩৭.৮৪	১৮৬.১৪
সর্বমোট	**১৮৬২৯.৮৪**	**২০৩৮৬.৬৪**	**২৩০৪৭.৮১**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

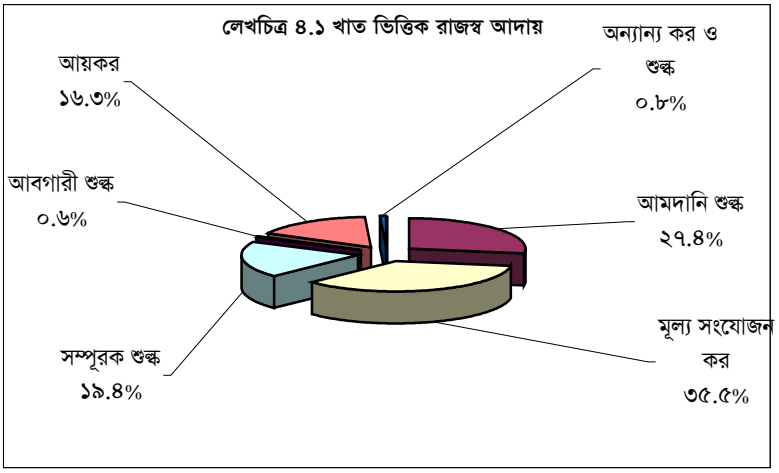

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার (fiscal management) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় উৎসাহিতকরণ এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সরকারি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সরকার প্রতি বছর যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল দেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন। বিগত দশকের অর্থবছরসমূহে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় এবং জিডিপি'র (নতুন সিরিজের) শতকরা হিসাবে তাদের অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.৩-এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	২২০১৩	২৩১৬৫	২৪০৮২	২৫৮৫৯	২৯৭৭৯	৩৪৪৬৪	৩৭৩৯৯	৪০৭৫৭	৪২০৭৫	৪৭১৮৪	৫৭২৪৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়	১০১৪৫	১১৭১২	১২৩০৫	১৪২৩২	১৬৫৬২	১৮১৯৫	২০৫৩৬	২২৭০০	২৫৩০৭	২৮৩৯০	৩২১৯৩
(খ) উন্নয়ন ব্যয়[২]	১০১২১	৯৮৬৬	১০৮৮৬	১০৮৬৭	১২৩২৫	১৫২২১	১৫৯০১	১৫০৫০	১৫২৭১	১৬৮১৭	২২০০০
(গ) অন্যান্য ব্যয়[৩]	১৭৪৭	১৫৮৭	৮৯১	৭৬০	৮৯২	১০৪৮	৯৬২	৩০০৮	১৪৯৭	১৯৭৭	৩০৫৫
জিডিপি'র শতকরা হার হিসাবে											
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৪.৪৩	১৩.৯৩	১৩.৩৩	১২.৯২	১৩.৫৫	১৪.৫৪	১৪.৭৫	১৪.৯২	১৪.০০	১৪.১৭	১৫.৫৪
(ক) রাজস্ব ব্যয়	৬.৬৫	৭.০৪	৬.৮১	৭.১১	৭.৫৪	৭.৬৭	৮.১০	৮.৩১	৮.৪২	৮.৫৩	৮.৭৪
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৬.৬৪	৫.৯৩	৬.০২	৫.৪৩	৫.৬১	৬.৪২	৬.২৭	৫.৫১	৫.০৮	৫.০৫	৫.৯৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১.১৫	০.৯৫	০.৪৯	০.৩৮	০.৪১	০.৪৪	০.৩৮	১.১০	০.৫০	০.৫৯	০.৮৩

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (ক) ও (গ) -এর সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের তথ্য মূল বাজেট ভিত্তিক।

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর হ'তে মোট সরকারি ব্যয় ও জিডিপি'র অনুপাত কিঞ্চিত হ্রাস-বৃদ্ধিসহ ব্যয় একটি পর্যায়ে রয়েছে।

রাজস্ব ব্যয়ের গঠন

সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের বিশ্লেষণে (পরিশিষ্ট সারণি-২০) দেখা যায়, ২০০০-০১ অর্থ বছরে বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় ছিল ৩১ শতাংশ। ২০০১-০২, ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৯, ২৮ ও ২৬ শতাংশে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে তা ২৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ২০০০-০১ অর্থবছরে ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর খাতে ব্যয় ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের ২৭ শতাংশ। ২০০১-০২, ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা ছিল যথাক্রমে ২৬, ২৮ ও ২৭ শতাংশ। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে তা প্রায় ২৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ২০০০-০১ অর্থবছরে মোট রাজস্ব ব্যয়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের উপর সুদের অংশ ছিল ২০ শতাংশ। ২০০১-০২, ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯.৯, ২২.০ ও ২২.২ শতাংশে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে তা ২০.৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয়ের গঠন

সারণি ৪.৪ থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, গত এক দশকে এডিপি'র প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯০ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থবছরে এ ব্যয় ছিল ৯০.০ শতাংশ, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৮৯ শতাংশ এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত এডিপি'র প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত বরাদ্দের ৫০ শতাংশের উপরে।

---

[২] 'নিজস্ব অর্থায়ন' ব্যতীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর 'প্রকৃত' ব্যয়।

[৩] 'অন্যান্য ব্যয়' -এ মুলধন ব্যয়, খাদ্য ব্যয়, নীট ঋণ প্রদান (Net Lending) এবং অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। IMF -এর রীতি অনুযায়ী 'বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ' মোট বৈদেশিক সাহায্য হতে বিয়োজন করে প্রাপ্ত 'নীট বৈদেশিক সাহায্য'-কে অর্থায়নের উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি -এর বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				
বছর	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সংশোধিত বরাদ্দে বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার
১৯৯১-৯২	৭৫০০	৭১৫০	৬০২৪	৮৪.৩
১৯৯২-৯৩	৮৬৫০	৮১২১	৬৫৫০	৮০.৭
১৯৯৩-৯৪	৯৭৫০	৯৬০০	৮৯৮৩	৯৩.৬
১৯৯৪-৯৫	১১০০০	১১১৫০	১০৩০৩	৯২.৪
১৯৯৫-৯৬	১২১০০	১০৪৪৭	১০০১৬	৯৬.০
১৯৯৬-৯৭	১২৫০০	১১৭০০	১১০৪১	৯৪.০
১৯৯৭-৯৮	১২৮০০	১২২০০	১১০৩৭	৯০.৫
১৯৯৮-৯৯	১৩৬০০	১৪০০০	১২৫০৯	৮৯.৪
১৯৯৯-০০	১৫৫০০	১৬৫০০	১৫৪৭১	৯৩.৮
২০০০-০১	১৭৫০০	১৮২০০	১৬২৪০	৮৯.২
২০০১-০২	১৯০০০	১৬০০০	১৪০৯০	৮৮.১
২০০২-০৩	১৯২০০	১৭১০০	১৫৪৩৪	৯০.০
২০০৩-০৪	২০৩০০	১৯০০০	১৬৮১৭	৮৯.০
২০০৪-০৫ (মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত)	২২০০০	২০৫০০	১০৩১২	৫০.৩

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। ২০০০-০১ অর্থবছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ব্যয় মোট এডিপি ব্যয়ের ২০.৬ শতাংশ ছিল। ২০০১-০২, ২০০২-০৩, ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২.১, ২০.৬, ও ২০.৬ শতাংশে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত তা দাঁড়িয়েছে ২১.৯ শতাংশে । ২০০০-০১ অর্থবছরে শক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ব্যয় মোট এডিপি'র ৩৭.৯ শতাংশ ছিল। ২০০১-০২, ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় দাঁড়ায় যথাক্রমে মোট এডিপি ব্যয়ের প্রায় ৪১.২, ৩৭.৫ ও ৪২.৬ শতাংশে । ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত তা দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে ।

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র ব্যয় (প্রকৃত) এর খাতওয়ারী গঠন বিন্যাস, প্রধান খাতসমূহ (%)

	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
কৃষি	৫.৩	৪.৫	৫.০	৪.৫	৪.৯	৪.৭	৪.৫	৪.৪	৩.৭৪	৪.০৪	৩.৬২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৬.৬	৬.৮	৮.৪	৮.২	১০.১	১২.২	১২.২	১১.১	১০.০৯	১৩.৮৩	১৪.২৭
পানি সম্পদ	৬.৩	৫.৬	৮.২	৮.১	৭.০	৬.৯	৬.১	৫.৪	৪.২৯	৪.০৪	২.৪৪
শিল্প	১.৩	১.৫	১.৪	০.৮	০.৮	১.৭	৩.৩	১.৯	১.১৪	২.৭৪	২.৪২
বিদ্যুৎ	১৪.৮	১৩.৭	১৩.৫	১০.৯	১২.০	১২.৯	১২.২	১২.১	১৩.৭০	১৭.২৬	২০.৭৪
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২.৩	৪.১	৪.৪	৪.৯	৪.৭	৪.৩	২.৫	৩.১	৪.০০	৫.১৯	৬.০৪
পরিবহন	১৮.৯	২০.১	২২.৪	১৯.৭	১৭.৯	১৭.৪	২০.৪	১৯.৯	১৬.১৫	১৮.০৪	১২.২৭
যোগাযোগ	৪.৪	২.৯	১.৯	১.৬	২.৮	৩.১	২.৮	৬.১	৩.৬৩	২.২৩	২.৯৩
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৪.৭	৪.৬	৫.৪	৫.১	৫.৪	৭.০	৭.৫	৬.৬	৫.৬১	৫.৯১	৬.০৩
শিক্ষা ও ধর্ম	১৪.২	১৩.০	১৩.২	১২.৯	১৩.৫	১২.৮	১৩.৩	১৪.২	১৩.৮৮	১২.২৮	১৩.৭০
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	৮.২	৬.৯	৭.৯	৯.১	৮.২	৮.১	৭.৩	৭.৯	৬.৭২	৮.২৭	৮.১৭
অন্যান্য	১৩.০	১৬.৪	৮.১	১৪.১	১২.৮	৯.১	৭.৮	৭.৪	১৭.০০	৬.২৪	৭.৩৮
মোট এডিপি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের তথ্য ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট জাতীয় কৌশলের পটভূমিতে বাজেট প্রণীত হয়। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান হলে বাজেটে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সারণি ৪.৬ -এ গত দশকের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ানের উপাত্ত উপস্থাপন করা হ'লঃ

সারণি ৪.৬ ঃ বাজেট ভারসাম্য (Balance)[৪]

(জিডিপি-এর %)

	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৫.৮	-৪.৬	-৪.৭	-৩.৭	-৩.৪	-৪.৬	-৬.১	-৫.১	-৪.৪	-৪.২*	-৪.২*	-৪.৩
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য[৫] (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-৩.৭	-২.২	-৩.০	-২.০	-২.১	-৩.২	-৪.৫	-৪.১	-৩.৭	-৩.৪	-৩.৪	-৩.৮
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন[৬]	৩.৮	৩.৮	২.৮	২.৮	২.৩	২.৫	২.৫	২.০	১.৭	২.৩	২.৪	২.৪
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন[৭]	১.১	০.৭	১.৮	১.৫	১.৬	১.৯	২.৮	২.৮	২.৭	১.৩	২.২	১.৯

* প্রকৃত সরকারি হিসাব অনুযায়ি ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ঘাটতি যথাক্রমে ৩.৫ ও ৩.৪ শতাংশ।
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। ২০০৪-০৫ -এর তথ্য মূল বাজেট ভিত্তিক।

১৯৯৩-৯৪ হতে ১৯৯৮-৯৯ পর্যন্ত বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) মোটামুটিভাবে গড়ে প্রায় ৪.৫ শতাংশে সীমিত ছিল। বিগত সরকারের আমলে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি অনুসৃত হওয়ায় বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা মোট দেশজ উৎপাদের প্রায় ৬.১ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০০০-০১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ছিল মোট দেশজ উৎপাদের ৫.১ শতাংশ। বর্তমান সরকার কর্তৃক রাজস্ব খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ২০০১-০২, ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে বাজেটের এই ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৪, ৪.২ ও ৪.২ শতাংশে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি ৪.৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার এবং এর অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে নিম্নের সারণিতে (সারণি ৪.৭) এডিবি অর্থায়নের একটি চিত্র তুলে ধরা হ'লঃ

সারণি ৪.৭ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এর অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
এডিপি	১১১৫০	১০৪৪৭	১১৭০০	১২২০০	১৪০০০	১৬৫০০	১৮২০০	১৬০০০	১৭১০০	১৯০০০	২০৫০০
বৈদেশিক উৎস[৮]	৬৩৫২	৬০৩৩	৫৯৭৫	৬৬৭৯	৮১৮৮	৮২৭৪	৮৬৭০	৮২১৫	৮২৪১	৯৪১০	১০৪৩০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ[৯]	৪৭৯৮	৪৪১৪	৫৭২৫	৫৫২১	৫৮১২	৮২২৬	৯৫৩০	৭৭৮৫	৮৮৫৯	৯৫৯০	১০০৭০
এডিপি'র শতকরা হিসাবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৪৩.০৩	৪২.২৫	৪৮.৯৩	৪৫.২৫	৪১.৫১	৪৯.৮৫	৫২.৩৬	৪৮.৬৬	৫১.৮১	৫০.৪৭	৪৯.১২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন।

---

[৪] সংখ্যার পূর্বে ঋণাত্মক চিহ্ন (-) দ্বারা ঘাটতি বুঝানো হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের তথ্য মূল বাজেট ভিত্তিক। অন্যান্য বছরের তথ্য প্রকৃত।

[৫] আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) অনুসৃত রীতি অনুযায়ী বৈদেশিক অনুদান সরকারের প্রাপ্তি হিসেবে পরিগণিত। কেননা, এই অনুদান ফেরতের দায়মুক্ত।

[৬] নীট বৈদেশিক অর্থায়ন = (বৈদেশিক ঋণ+অনুদান) - বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ।

[৭] নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন = নীট জনগণ হতে গৃহীত ঋণ + ব্যাংকিং খাত হতে গৃহীত ঋণ। {যেখানে,নীট জনগণ হতে গৃহীত ঋণ = মোট সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় - সঞ্চয়পত্র বাবদ আসল পরিশোধ}। এক আর্থিক বছরের খরচ পরবর্তী বছরে পরিশোধ (চেক ফ্লোট/Check Float) ও অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তি (Errors & Omission) জনিত কারণে বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

[৮] প্রকল্প সাহায্য, পণ্য সাহায্য, খাদ্য সাহায্য ও অন্যান্য।

[৯] মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ = এডিপি - বৈদেশিক উৎস।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহের প্রতিশ্রুতি পূরণ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার ঋণ গ্রহণ করে। সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এই উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে। বিগত কয়েক বছরে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ পর্যালোচনা করলে এ ধারায় কিছুটা হ্রাস/বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের পরিমাণে এ হ্রাস/বৃদ্ধি বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৪০.২২ কোটি টাকা সেখানে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে (মার্চ, ০৫ পর্যন্ত) তা বেড়ে ১৮১০.৬০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। সরকারের অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংকিং খাত হতে ঋণ গ্রহণের চেয়ে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেশি। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকিং খাত হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ১৭৩.১০ কোটি টাকা যেখানে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণের পরিমাণ ৪৬৭.১২ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে (মার্চ, ০৫ পর্যন্ত) ব্যাংকিং খাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৩৭১.৭০ কোটি টাকা যেখানে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণের পরিমাণ ২১৮২.৩০ কোটি টাকা।

১৯৯০-৯১ অর্থ বছর থেকে ২০০৪-০৫ অর্থবছর (মার্চ, ২০০৫) পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) বছরওয়ারি পরিসংখ্যান সারণি ৪.৮ -এ এবং বিগত ৫ বছরে উৎসভিত্তিক সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.২ -এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৪.৮ঃ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট) ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০৪-০৫ এর মার্চ পর্যন্ত

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি এর %
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ	তফসিলী ব্যাংকসমূহ হতে গৃহীত ঋণ	মোট ঋণ			
১	২	৩	৪=২+৩	৫	৬=৪+৫	৭
১৯৯০-৯১	-০.৬০	১৭৩.৭০	১৭৩.১০	৪৬৭.১২	৬৪০.২২	-
১৯৯১-৯২	-৪৮০.৮০	১৯১৮.৬০	১৪৩৭.৮০	৮০৬.০৪	২২৪৩.৮৪	১.৯
১৯৯২-৯৩	২৫০.৯০	৪৫.৬০	২৯৬.৫০	১১৫৭.৫০	১৪৫৪.০০	১.২
১৯৯৩-৯৪	-৪৩৮.২০	১১৯৮.১০	৭৫৯.৯০	৭৫১.৩০	১৫১১.২০	১.১
১৯৯৪-৯৫	২৪৪.৪০	-৩১২.৪০	-৬৮.০০	১০৯৮.২০	১০৩০.২০	০.৭
১৯৯৫-৯৬	১৭৮২.৮০	-৮৬.৬০	১৬৯৬.২০	১৫৯৭.০০	৩২৯৩.২০	১.৮
১৯৯৬-৯৭	১৪৫২.১০	২৫৪.৯০	১৭০৭.০০	৯৪৭.৪২	২৬৫৪.৪২	১.৫
১৯৯৭-৯৮	৮০৬.৬০	৪৪৮.২০	১২৫৪.৮০	১৯০৫.১৭	৩১৫৯.৯৭	১.৬
১৯৯৮-৯৯	১০৬৪.৪০	৯১২.২০	১৯৭৬.৬০	২৭৭২.৪৪	৪৭৪৯.০৪	১.৯
১৯৯৯-০০	১৭৩৮.১০	১৭৮৬.২০	৩৫২৪.৩০	৩২২৯.৬৮	৬৭৫৩.৯৮	২.৮
২০০০-০১[স]	২০০৯.৩০	৮৯৫.১০	২৯০৪.৩০	৪২০৮.৪২	৭১১২.৭২	২.৮
২০০১-০২[স]	২৭২৭.০০	-১৫৮.৬০	২৫৬৮.৪০	৪৭১১.৪৭	৭২৭৯.৮৭	২.৭
২০০২-০৩[স]	-২৫৮৯.৭০	১৬০৭.২০	-৯৮২.৫০	৪৭৯৫.২২	৩৮১২.৭২	১.৩
২০০৩-০৪[স]	১৬৫৩.০০	১০১৬.১০	২৬৬৯.১০	৪৫৯৮.৯৪	৭২৬৮.০৪	২.২
২০০৪-০৫ (মার্চ'০৫ পর্যন্ত)	-১৪৬১.৮০	১০৯০.১০	-৩৭১.৭০	২১৮২.৩০	১৮১০.৬০	-

উৎস ঃ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ ২০০২-০৩ অর্থ বছর থেকে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের গৃহীত ঋণ (নীট) নতুন পদ্ধতিতে হিসাব করা হচ্ছে।

লেখচিত্র-৪.২ সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ

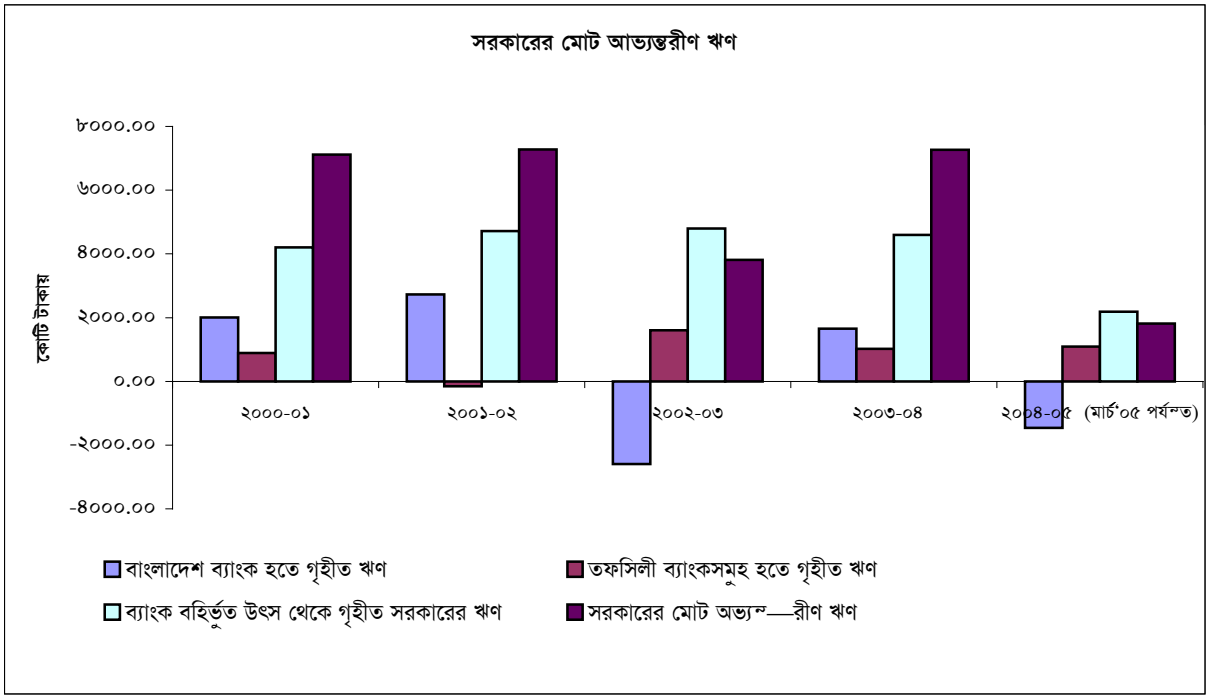

বাংলাদেশের বর্তমান সরকারি ঋণ-দায় (debt obligation) এখনও সহনীয় সীমার মধ্যে রয়েছে। ঘাটতি বাজেট পূরণে সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিবর্তে সহজ শর্তে লভ্য বৈদেশিক ঋণ ব্যবহার করছে। ফলে বেসরকারি খাতের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহে কোন বাঁধার সৃষ্টি হয়নি এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে না।